দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR 01 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

১৫১ কলেজে প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তি পরীক্ষা ২২ মার্চ

শরিফুজ্জামান পিন্টু

জাতীয় বিশ্বদ্যািলয়ের অধীনে দেশের ১৫১টি অনার্স কলেজে প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তির জন্য একযোগে ভর্তিফরম বিতরণ বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে। বিভিন্ন কলেজের আনুমানিক চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সোয়া দু'লাখ ভর্তিফরম সরবরাহ করেছে। অন্যান্য বিশ্বদ্যািলয়ের সঙ্গে অনার্স ডিগ্রীর সমতা রক্ষার জন্য এ বছর থেকেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চার বছরের অনার্স কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ২২ মার্চ একযোগে সারা দেশে ২৯টি বিষয়ে অনার্সে ভর্তি

৯০ হাজার আসনের জন্য ২ লাখ ফরম সরবরাহ

পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করা হবে এবং এক কলেজে ভর্তিচ্ছুকে পরীক্ষা দিতে হবে অন্য কলেজে।

দেশের অন্যান্য বিশ্বদ্যািলয়ের অনার্স কোর্সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে চার বছরের কোর্স চালু করেছে। দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন অনার্স কোর্স চার বছরের। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চার বছরের অনার্স কোর্স চালুর আগে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রভর্তি, চার বছরের উপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন প্রভৃতি। মোট ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তিচ্ছুর মেধা যাচাই করা হবে। পরীক্ষা হবে এমসিকিউ পদ্ধতিতে। মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে বাংলায় ২৫, ইংরেজীতে ২৫ এবং সাধারণ জ্ঞানে থাকবে ৫০ নম্বর। এছাড়া ভর্তিচ্ছুর এসএসসি এবং এইচএসসি'র প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা ৪ ও ৬ ভাগ নেয়া হবে। কোন ভর্তিচ্ছু এসএসসিতে ৭০০ পেলে চার গুণ সাত বা ২৮ এবং এইচএসসিতে ৫০০ পেলে পাঁচ গুণ ছয় বা ৩০ নম্বর কাউন্ট করা হবে। ২৮

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

১৫১ কলেজে প্রথম

(১২-এর পাতার পর)

ও ৩০ যোগ করে ৫৮ পাওয়া যায় এবং এর সঙ্গে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মেধাক্রম তৈরি হবে। তবে কোন ভর্তিচ্ছু ১০০ নম্বরের মধ্যে কমপক্ষে ৩৩ না পেলে ভর্তির জন্য বিবেচিত হবে না। তাছাড়া কমপক্ষে বাংলায় পাঁচ ও ইংরেজীতে পাঁচ অবশ্যই পেতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে অনার্স ডিগ্রীর সমতা রক্ষার জন্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা দাবি জানিয়ে আসছিল। এতদিন ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল চার বছরের অনার্স কোর্স এবং কলেজগুলোতে ছিল তিন বছরের অনার্স কোর্স। ফলে চাকরি বা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কলেজ থেকে অনার্স ডিগ্রী অর্জনকারীরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মমিন চৌধুরী দায়িত্ব গ্রহণের পর এই প্রথম বড় ধরনের একটি একাডেমিক সংস্কার করলেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর আব্দুল হামিদ জনকণ্ঠকে বলেন, চার বছরের অনার্স কোর্স চালু ছিল সময়ের দাবি। এই কোর্স চালু করার আগে সত্যিকার মেধাবীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তির জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করবে জাতীয় বিশ্বদ্যািলয়।